CHILD RIGHTS AND YOU
www.cry.org

সর্বশিক্ষা অভিযান
সবার শিক্ষা, সবার উন্নতি

unicef
for every child

# শিশুর যৌন নিগ্রহ

সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং তা প্রতিরোধে আমাদের কর্তব্য

CHILD RIGHTS AND YOU
www.cry.org

সর্বশিক্ষা অভিযান
সবার শিক্ষা, সবার উন্নতি

unicef
for every child

শিশুর সংজ্ঞা ঃ ১৯৮৯ সালের শিশু অধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী ১৮ বছরের নীচে সমস্ত মানবসন্তান শিশু বলে গণ্য হবে।

## শিশুর যৌন অপব্যবহার

শিশুর যৌন অপব্যবহার হল যৌন চাহিদা মেটানোর জন্য শিশুর শরীরকে ব্যবহার করা।

দেখা গেছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিশুর যৌন নির্যাতন পরিচিত ব্যক্তির দ্বারা হয় । মতের বিরুদ্ধে গিয়ে বলপ্রয়োগ, ছলাকলা, উৎকোচ দিয়ে, ভয় দেখিয়ে এবং চাপ সৃষ্টি করে এরূপ অবৈধ সম্পর্ক ঘটানো হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে শিশু স্বাধীনভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অবস্থায় থাকে না, তাই এমন ঘটনার ক্ষেত্রে শিশুর মত ছিল একথা বলা যাবে না।

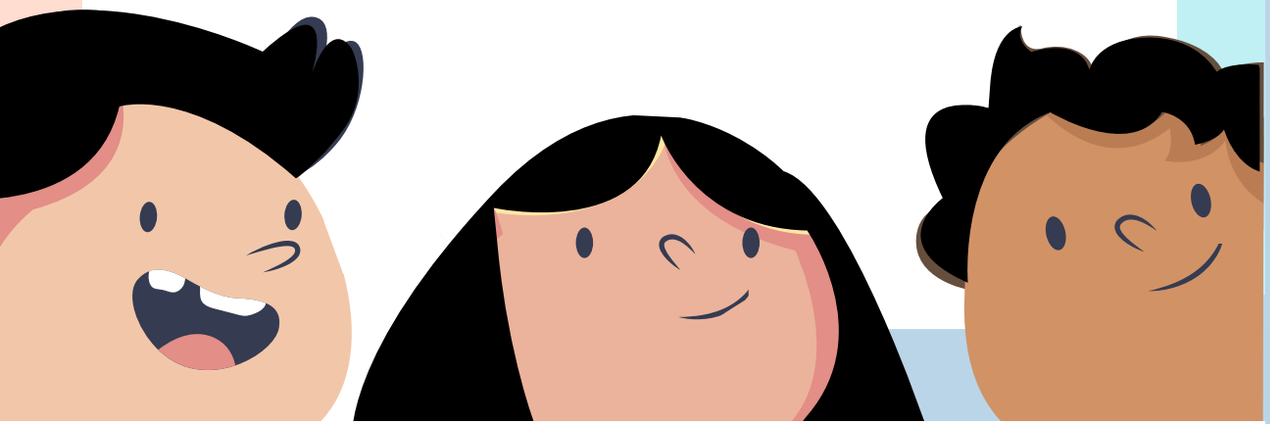

রেফারেন্স ঃ শিশুর যৌন নিগ্রহ সংক্রান্ত ছোটদের হাতবই, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইনী পরিষেবা কর্তৃপক্ষ এবং UNICEF Field Office for West Bengal



## শিশুর যৌন অপব্যবহারের বিভিন্ন প্রকার

১. শিশুর সঙ্গে সহবাস করা

২. শিশুদের নোংরা ছবি/ছায়াছবিতে ব্যবহার করা অথবা সেগুলি দেখতে বাধ্য করা।

৩. যৌনতার ভাষাসমৃদ্ধ গান ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুকে প্রভাবিত করা।

৪. শিশুকে নগ্ন করে দেখা অথবা এইরূপ কাজ করতে বাধ্য করা।

৫. শিশুকে প্রস্রাবরত বা মলত্যাগ করতে দেখা অথবা এইরূপ কাজ করতে বাধ্য করা।

৬. শিশুর সামনে নিজের শরীর বা গোপন অঙ্গ স্পর্শ করা অথবা শিশুকে স্পর্শ করতে বাধ্য করা।

## কোথায় কোথায় শিশুর যৌন অপব্যবহার হয়

১. পরিবারের মধ্যে

২. বিদ্যালয়ে

৩. কর্মক্ষেত্রে

৪. রাস্তায়

৫. ইন্টারনেট এর মাধ্যমে

## শিশুর যৌন অপব্যবহারের ক্ষতিকারক দিকগুলি

১. মানসিক অসহায়তা বা চাপ

২. সম্পর্কের সমস্যা,অমনযোগ ও ব্যবহারে পরিবর্তন

৩. কলঙ্কিত হওয়ায় সমাজ থেকে বিচ্যুতি

৪. যৌনসংক্রান্ত ব্যধি যেমন -এডস্/এইচ.আই.ভি

৫. অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব

.

# শিশু যৌন নির্যাতন : ভুল ধারণা এবং বাস্তব

১। ভুল ধারনা - সমস্ত যৌন নিগ্রহের শিকার মহিলারা এবং সমস্ত নিগ্রহকারী হল পুরুষ।

বাস্তব - যদিও বেশিরভাগ অপরাধী পুরুষ, তবে মহিলা অপরাধীরা বিরল নয়। রিপোর্ট অনুযায়ী বেশীরভাগ ভুক্তভোগীই নারী, কিন্তু পুরুষ ভুক্তভোগীদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। মেয়েরা এবং ছেলেরা উভয়ই অজাচার এবং যৌন নির্যাতনের শিকার হতে পারে।

২। ভুল ধারনা - শিশু যৌন নির্যাতন কেবল অপরিচিত ব্যক্তি দ্বারা সংঘটিত হয়। শিশুরা যদি অপরিচিত ব্যক্তি থেকে দূরে থাকে তবে তাদের নিগ্রহের শিকার হতে হবে না।

বাস্তব - বেশিরভাগ যৌন নির্যাতনের শিকার শিশুরা তাদের নির্যাতনকারীকে চেনে। শুধুমাত্র ৭% অপরাধী তাদের শিকারের কাছে অপরিচিত।

৩। ভুল ধারনা - যৌন নির্যাতন কেবল স্বল্প আয়ের পরিবারগুলিতে ঘটে।

বাস্তব ঃ যৌন নির্যাতন সমাজের সমস্ত শ্রেণী অতিক্রম করে। এমন কোনও জাতি, সামাজিক বা অর্থনৈতিক শ্রেণী নেই যেখানে যৌন নির্যাতনের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায়।

৪। ভুল ধারনা - শিশুরা নিগ্রহের কথা ভুলে যাবে, এটি কাটিয়ে উঠবে বা এর থেকে বেরিয়ে আসবে।

বাস্তব - একটি শিশুর বিকাশ যৌন নির্যাতন দ্বারা বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হয়, যার মধ্যে রয়েছে আত্ম-সম্মান, ঘনিষ্ঠতা এবং যৌন ক্ষমতা, স্ব-মূল্যবোধ, উদ্বেগ, হতাশা এবং নিজের জীবনের মানসিক চাপের সাথে লড়াই করা।

৫। ভুল ধারনা - শিশু যৌন নির্যাতনের উপর আলোচনা কেবল শিশুদের অতঙ্কিত করবে।

বাস্তব - বাচ্চাদের নিজেদের সুরক্ষার জন্য যৌন নিপীড়নের তথ্য পাওয়া গুরুত্ব পূর্ণ। ভুল বা কোনও তথ্যই না দেওয়া বাচ্চাদের বেশি ক্ষতিসাধন করে।

৬। ভুল ধারনা - শিশু যদি যৌন নির্যাতনের সময় অভিযোগ না করে বা প্রতিবাদ না করে তবে এটি সত্যিই নির্যাতন নয়।

বাস্তব - এটি একটি বিশেষ ক্ষতিকারক ভুল ধারনা কারণ এটি শিশুদের সাথে যা ঘটেছে তার গুরুত্ব লঘু করতে পারে। শিশু নির্যাতনের সময় বা তার পরে প্রতিক্রিয়া জানায় না বলে তার মানে এই নয় যে তার উপর কোনও প্রভাব পড়েনি। এমনকি যদি কোনও শিশুর সত্য বোঝার মতো জ্ঞান বা সংবেদনশীলতা না থাকে যে অপরাধী তার সাথে কি করেছে, তা সত্ত্বেও নির্যাতন নির্যাতনই থাকে।

## শিশুর যৌন হেনস্থা বিষয়ক আইন

### শিশুর যৌন সুরক্ষা আইন, ২০১২ সম্পর্কিত মূল ব্যবস্থাদি

### The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012

১.এই আইন যৌন নিগ্রহের শিকার হওয়া শিশুকে বিচার প্রক্রিয়ার প্রতিটি পদক্ষেপে শিশুর স্বাস্থ্য, আবেগ, বুদ্ধিমত্তা ও সামাজিক বিকাশে শিশুর স্বার্থ সুরক্ষিত করে শিশুর ভালো থাকার নিশ্চয়তা দেয়।

২.পোকসো আইন ২০১২ তে যৌন নিগ্রহের মধ্যে যৌন হয়রানী, যৌন লাঞ্ছনা এবং পর্ণগ্রাফি সংযুক্ত করা হয়েছে। জঘন্য অপরাধের মধ্যে প্রবেশ মূলক যৌন নির্যাতন, উত্তেজনাবশতঃ প্রবেশমূলক যৌন নির্যাতন এবং যৌন নির্যাতন ও উত্তেজনামূলক যৌন নির্যাতন সংযুক্ত করা হয়েছে।

৩.এই আইন শিশুকে অপরাধী না করে সঠিক বিচার নিশ্চিত করে।

৪.কন্যা শিশু ও ছেলে শিশু উভয়ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

৫.পোকসো আইন অনুযায়ী অভিযুক্তের উপরই প্রমাণের দায়িত্ব বর্তায়। অভিযুক্ত ব্যাক্তিকে কোর্টের সামনে প্রমাণ করতে হবে যে পোকসো আইন অনুযায়ী সে অপরাধ করেনি।

'৬.ধর্ষণ' কথাটির পরিবর্তে 'যৌন নিগ্রহ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। বিশেষ আদালত এবং বিশেষ সরকারী আইনজীবী নিয়োগ করতে হবে।





৭. এফ. আই. আর., বিবৃতি গ্রহণের সময় তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া চলার সময় শিশুর পক্ষে বন্ধুত্বপূর্ণ ও স্বচ্ছন্দ পরিবেশ তৈরী করতে হবে।

৮. জবানবন্দী গ্রহণের সময় শিশু যা বলেছে ঠিক সেটাই নথিভুক্ত করতে হবে।

৯. জবানবন্দী নথীভূক্তির সময় শিশুর বাবা-মা/অভিভাবক উপস্থিত থাকবেন।

১০. আদালতে শিশুর চরিত্র হরণের চেষ্টা বা আক্রমণাত্মক প্রশ্ন করা যাবে না।

১১. অডিও-ভিস্যুয়াল পদ্ধতিতে শিশুর জবানবন্দী নথিভুক্ত করতে হবে।

১২. যদি কোন শিশুর বিশেষ প্রয়োজন হয় বা ভাষা বুঝতে না পারে, তাহলে আইনে অনুবাদক, দোভাষী বা বিশেষ শিক্ষকের ব্যবস্থা করার সংস্থান আছে।

১৩. এফ. আই. আর. নথিভূক্তির ২৪ ঘন্টার মধ্যে শিশুকে শিশু কল্যাণ কমিটির কাছে পেশ করতে হবে।

১৪. শিশুটির যত্ন ও সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৫. আদালত যতক্ষণ না মনে করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত শিশুর পরিচয় প্রকাশ করা যাবে না।

১৬.যে কোন কারণে পুলিশ অফিসার শিশুকে রাত্রে থানায় আটকে রাখতে পারবে না।

রেফারেন্স ঃ শিশুর যৌন নিগ্রহ সংক্রান্ত ছোটদের হাতবই, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইনী পরিষেবা কর্তৃপক্ষ এবং UNICEF Field Office for West Bengal

১৭. যদি কোন ব্যক্তি সংবাদ মাধ্যম, হোটেল, লজ, হাসপাতাল, ক্লাব, স্টুডিও বা যেসব জায়গায় ছবি তোলার সুযোগ আছে এমন স্থানে যদি কোন বস্তু বা ছবি দেখেন যা শিশুর যৌন অপব্যবহারের নিদর্শন স্বরূপ, তিনি অবিলম্বে ঘটনাটি স্থানীয় থানায় জানাবেন। তা না করলে তা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

১৮. যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে হেয় করতে, বলপূর্বক আদায় করতে, ভয় দেখাতে বা বদনাম করার জন্য মিথ্যা অভিযোগ করেন, তাহলে তিনি শাস্তি পাবেন। কিন্তু মিথ্যা অভিযোগটি কোন শিশু করে থাকলে, তাকে কোন শাস্তি দেওয়া যাবে না।

১৯. আইনের ব্যাপক প্রচারে সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে।

২০.এই আইন দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা/ব্যক্তিকে প্রশিক্ষিত করার দায়িত্ব সরকারের।

২১.শিশু যৌন নির্যাতন ইন্টারনেট এর মাধ্যমেও ঘটে যেমন সাইবার হুমকি, যৌন বার্তা পাঠানো, শিশু পর্ণোগ্রাফি তৈরি এবং তা ছড়িয়ে দেওয়া, অনলাইন যৌন প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। তাই, শিশুদের তাদের ছবি অথবা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যেমন বাড়ি, বিদ্যালয় এর ঠিকানা অনলাইনে কখনোই বিনিময় করা উচিত নয়। শিশু যদি অনলাইনে যৌন নিগ্রহ বা হয়রানি শিকার হয় তা অতি সত্বর তাদের অভিভাবক, শিক্ষক, পুলিশের সাইবার সেল বা স্থানীয় থানা, চাইল্ড লাইন অথবা জেলা শিশু সুরক্ষা দপ্তরে জানাতে হবে।

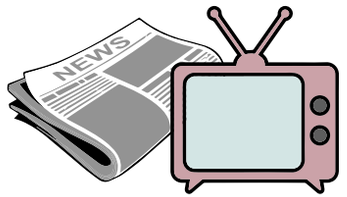


রেফারেন্স ঃ শিশুর যৌন নিগ্রহ সংক্রান্ত ছোটদের হাতবই, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইনী পরিষেবা কর্তৃপক্ষ এবং UNICEF Field Office for West Bengal



## শিশুদের যৌন নির্যাতন রোধে অভিভাবক এবং শিক্ষকদের ভূমিকা ঃ

১। বাবা-মা এবং শিক্ষকদের তাদের বাচ্চাদের/শিক্ষার্থীদের যে কোনও অপ্রত্যাশিত আচরণের প্রতি খুব মনযোগ দেওয়া উচিত যেমন কোনও শিশু যদি স্বাভাবিকের চেয়ে শান্ত থাকে, পড়াশোনায় মনযোগ হঠাৎ কমতে থাকে ইত্যাদি।

২। যখন কোনও শিশু কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে এড়িয়ে চলে বা কোনও নির্দিষ্ট জায়গা যেমন বিদ্যালয় যাওয়া বা আত্মীয় পরিবারের বন্ধু-বান্ধবদের সাথে দেখা করতে না চায় তখন বাবা-মা এবং শিক্ষকদের সজাগ থাকতে হবে।

৩। বিদ্যালয় এবং শিক্ষকদের শিশুদের যৌন নির্যাতন প্রতিরোধের বিভিন্ন দিকগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের সংবেদনশীল করার জন্য কার্যক্রমগুলি পরিচালনা করা উচিত। এটি ছাত্রছাত্রীদের জানানো উচিত যে তারা যদি কোনও যৌন নিগ্রহের মুখোমুখি হয় তবে তাদের শিক্ষক, পিতামাতাকে বা তারা বিশ্বাস করে এমন কাউকে অবিলম্বে জানানো উচিত। তাদেরকে আশ্বস্ত করা উচিত যে তাদের গোপনীয়তা বজায় রাখা হবে এবং কেউ তাদের নিয়ে উপহাস বা সন্দেহ করবেন না।

৪। এই বিষয়ে আরও সচেতনতা বাড়ানোর জন্য বিদ্যালয়গুলি দ্বারা পুস্তিকা, পোস্টার, প্যামফ্লেট ইত্যাদির মতো আইইসি উপকরণগুলি তৈরী এবং প্রদর্শন করা উচিত।

৫। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে তাদের বিদ্যালয়ে নিয়োগ করা শিক্ষক এবং কর্মচারীদের চাকরিতে নিয়োগের আগের জীবনের সঠিক তথ্য যাচাই করা উচিত। যদি কোনও বিদ্যালয়ের শিক্ষক বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে শিশু যৌন নির্যাতনের একটি ঘটনা প্রকাশিত হয় তবে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের যথাযথ প্রতিবেদন ,তদন্ত নিশ্চিত করা উচিত । সে যদি দোষী সাব্যস্ত হয়, তবে উক্ত শিক্ষক এবং কর্মচারীদের অবিলম্বে কাজ থেকে অপসারণ করতে হবে। বিদ্যালয়গুলির নির্যাতনের ক্ষেত্রে শূন্য সহনশীলতা বজায় রাখা উচিত।

৬। বাবা-মায়ের বিশ্বাস এবং সাহায্য করা উচিত তাদের সন্তানদের,যখন তারা যৌন নির্যাতন সম্পর্কিত ঘটনা তাদের জানায়। বিশেষ করে , যদি অপরাধী পরিবারের কোনো সদস্য, বন্ধু, শিক্ষক বা তাদের পরিচিত কেউ হয়। শিশুদের এই ধরনের ঘটনার  জন্য দোষারোপ করা উচিত নয়।

৭। তরুণ বয়সে শিশু যৌন নির্যাতনের মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতা গভীর মানসিক ক্ষতের সৃষ্টি করে, বিশেষ করে যদি অপরাধী শিশুটির পরিচিত কেউ হয় এবং ঘটনাগুলি চাপা পড়ে যায়। পরিসংখ্যানকে উল্লেখ করে এবং তাৎক্ষণিকভাবে এই ধরনের নির্যাতনের প্রতিবেদন করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে আজকের সময়ে অজাচারের অত্যধিক প্রবণতা সম্পর্কে বিদ্যালয়গুলির দ্বারা অভিভাবকদের সচেতন করা উচিত, বিশেষ করে এটি যদি পরিবারের সদস্য বা শিশুর পরিচিত কেউ হয়।

৮। যে শিশুটি এই ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছে তার মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি সংবেদনশীল হওয়াও সমান গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়গুলির প্রতিষ্ঠিত মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের একটি তালিকা বজায় রাখা উচিত যারা প্রধানত নির্যাতনের শিকার শিশুদের নিয়ে কাজ করে। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়ার জন্য বাবা-মায়েদের জানানো উচিত, যাতে এই ধরনের শিশুদের সুস্থ্যতা নিশ্চিত করা যায় এবং এই ধরনের সংবেদনশীল পরিস্থিতি মোকাবিলার উপায়গুলি সম্পর্কে অবহিত করা যায়।

৯। বিদ্যালয়গুলিতে শিশু সুরক্ষা ও অধিকার  প্রদানকারী কর্মচারীদের তালিকাও বজায় রাখা উচিত যেমন পুলিশ, চাইল্ডলাইন, এনজিও, ডিসিপিইউ ইত্যাদি যাতে শিশু নির্যাতনের ঘটনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এদের সাথে খুব তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করা যায়।

১১

## ঘটনাবলি

### ঘটনা (১)

পশ্চিমবঙ্গ একটি গ্রামের ১৫ বছর বয়সী একটি মেয়ে দশম শ্রেণীতে পড়ে এবং একই গ্রামের বাসিন্দা রমেশ বাবুর কাছে প্রাইভেট টিউশনের জন্য যায়। ২০১৩ সালের ২৩ শে মার্চ বিকেল ৪ টের সময় মেয়েটি প্রাইভেট টিউশনে গিয়েছিল এবং যখন সব শিশুরা পড়ছিল, টিউটর মেয়েটিকে উপরে আসতে বলে যেখানে সে মেয়েটিকে যৌন হেনস্থা করে। মেয়েটি তার বাড়ি থেকে পালাতে সক্ষম হয় এবং নিজের বাড়িতে পৌঁছয় ।

ঘটনাটি জানার পর মেয়েটির বাবা মা থানায় যান এবং অপরাধীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। পুলিশের উপ পরিদর্শক ভারতীয় দণ্ডবিধির আওতায় যৌন হয়রানির বিধান সহ একটি এফ. আই. আর. নথিভূক্ত করেন এবং মেয়েটির বাবা-মাকে জানান যে শীঘ্রই তাদের তদন্তের অবস্থা সম্পর্কে জানানো হবে। ওই শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং এই মামলাটি এখন আদালতের বিচারাধীন।

১। পুলিশ কি সঠিক আইনে মামলা দায়ের করেছে?
২। যৌন নির্যাতনের শিকার শিশুটিকে কোথায় উপস্থাপন করা উচিত?
ক) শিশু কল্যাণ কমিটি
খ) নাবালক বিচার পর্ষদ
গ) বড়দের জন্য কোর্ট
৩। এ ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা কি?

১২

### ঘটনা (২)

একটি ১১ বছরের মূক ও বধির মেয়ে তার ২৮ বছর বয়সী প্রতিবেশী দ্বারা যৌন নির্যাতিত হয়। মেয়েটির বাবা-মা ঘটনাটি যখন জানতে পারে তখন তারা পুলিশের কাছে যায় এবং পুলিশ মামলা দায়ের করে এবং অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ তার বক্তব্য রেকর্ড করার জন্য শিশুটিকে থানায় ডাকে। শিশুটিকে একটি বিবৃতি রেকর্ড করার জন্য আদালতে তলব করা হয়। শিশুটির সাথে তার মাও ছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনা সংক্রান্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে শিশুটিকে যার উত্তর শিশুটি ইশারায় দেয়। ম্যাজিস্ট্রেট যেহেতু ইশারার ভাষা বুঝতে দক্ষ নন, তাই সেই মেয়েটির মা ঘটনাটি বর্ণনা করেন এবং সেটি রেকর্ড করা হয়।

১। বাচ্চাদের বিরুদ্ধে যৌন অপরাধ পরিচালনার জন্য কি বিশেষ আইন আছে?
২। এই ঘটনার ক্ষেত্রে কি আইনটি লঙ্ঘন করা হচ্ছে? উল্লেখ করুন।
৩। যৌন নির্যাতনের শিকার শিশু প্রতিবন্ধীদের সাথে পুলিশের আচরণ করার পদ্ধতি কি?